



306654 - ইসলামে চিন্তাভাবনা

প্রশ্ন

আমি নাস্তিকিদরে ওয়েবসাইটে পড়ছি যে, ইসলাম চিন্তাভাবনা থেকে বারণ করে। আশা করব, আপনারা এ সংশয়টির জবাব দাবিনে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

একজন মুসলমিরে উপর ওয়াজবি নজিরে ঈমান ও আকদি সংরক্ষণ করা। নজিরে সৃষ্টিগত প্রবৃত্তি ও চিন্তাচতেনার নরিপত্তার উপর গুরুত্বারোপ করা। নজিরে দ্বীনদারি ও অন্তর নিয়ে সংশয় ও ফতিনাগুলো থেকে পলায়ন করে। কারণ অন্তরগুলো দুর্বল। আর সংশয়গুলো ছনিতাইকারী। সামান্য চাকচক্য দিয়ে অন্তরগুলোকে ছনিতাই করা হয়। বদিতপন্থী ও পথভ্রষ্টরা সংশয়গুলোকে চাকচক্য দিয়ে সুশোভিত করেন। অথচ আসলে সগেলো ভিত্তিহীন ও দুর্বল সংশয়।

বদিতী ও পথভ্রষ্টদের গ্রন্থগুলো পড়া কথিবা শরিকি ও কুসংস্কারপূর্ণ বইগুলো দেখা কথিবা অন্যান্য বকিত ধর্মগ্রন্থগুলোতে নয়র দয়ো কথিবা নাস্তিকি ও মুনাফকিদরে গ্রন্থ বা তাদের ইসলাম বরিরোধী চিন্তাধারা ও বাতলি সংশয়গুলো প্রচারকারী ওয়েবসাইটগুলোতে দৃষ্টি দয়ো জায়যে নয়। কবেল ঐ ব্যক্তির জন্ম জায়যে হতে পারে, যার শরয়ি জ্ঞান আছে এবং তিনি এগুলো অধ্যয়নের মাধ্যমে এদের বরুদ্ধে জবাব দতি চান ও তাদের ভিন্নান্তগুলো তুলে ধরতে চান এবং তার সেই সক্ষমতা ও পূর্ণ যোগ্যতা আছে। পক্ষান্তরে, যার কাছে শরয়িতরে ইলম নাই সে যদি এগুলো পড়ে তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাকে পরেশোনি পয়ে বসবে, অন্তরে একীন দুর্বল হয়ে যাবে এবং অন্তর যে সংশয়গুলোর মুখোমুখি হবে সগেলো অন্তরকে কাঁপিয়ে তুলবে।

অনকে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটছে। বরং অনকে তালবিল ইলমদের ক্ষেত্রেও ঘটছে যারা এই বিষয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন ছিল না। শেষে পর্যন্ত তাদের তাদের কটে কটে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। নাউযুবল্লাহ।

এ ধরণের কতিবগুলো যারা পড়নে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ভবে প্রবঞ্চিত হন যে, তার অন্তর আলোকপাত করা সংশয়গুলোর চয়ে অধিক শক্তিশালী। হঠাৎ করে সে আবধিকার করে যে, ব্যাপক পড়তে পড়তে তার অন্তর এসব সংশয় এমনভাবে পান করছে যা সে চিন্তাও করেনি। এ কারণে আলমে-উলামা ও সলফে সালহীনরে বক্তব্য হচ্ছে এ সকল গ্রন্থ



পড়া ও অধ্যয়ন করা হারাম।

আমরা 92781 নং প্রশ্নোত্তরে আলমেদরে মতামত উল্লেখ করেছি।

দুই:

ইসলামকে এর নিজস্ব উৎস থেকে জানতে হবে। ইসলামের মহান ও প্রধান উৎস: কুরআন-সুন্নাহ। ইসলাম ববিকে ও চিন্তাভাবনাকে মর্যাদা দিয়েছে। অনেকে আয়াতে এ মর্যাদা ফুটে উঠছে। কছি কছি বাক্য কুরআনে দশ দশবার পুনঃপুনঃ উদ্ধৃত হয়েছে। যমেন— **لَقَوْمٍ يَفْقَهُونَ** (চিন্তাশীল লোকদের জন্য), **لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ** (চিন্তাশীল লোকদের জন্য), **لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ** (যাতে তোমরা বুঝতে পার), (বুঝমান লোকদের জন্য)।

আল্লাহ্ তাআলা কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করার দিকে আহ্বান করছেন; তিনি বলেন: "এটি একটি বিরকতময় কতিব, যা আমি আপনার কাছে অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ গভীরভাবে চিন্তা করে এবং বুদ্ধিমানেরা উপদেশ গ্রহণ করে।" [সূরা ছাদ, ৩৮:২৯]

তিনি তাঁর মাখলুক নিয়ে চিন্তাভাবনা করার আহ্বান জানিয়ে বলেন: "তারা কি নিজদের সম্পর্কে ভবে দেখে না? আল্লাহ্ তাও আসমান ও জমনি এবং এর মধ্যবর্তী সবকিছু যথার্থভাবে ও একটি নির্দিষ্ট সময়ের তরে সৃষ্টি করছেন। কিন্তু অনেকে মানুষই (মৃত্যুর পর) তাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাতকে অস্বীকার করে।" [সূরা আর-রুম, ৩০:৮]

বরং জাহান্নামীরা তাদের ববিকে-বুদ্ধি থেকে উপকৃত না হওয়ায় আল্লাহ্ তাওদের নিন্দা করছেন। তিনি তাদের সম্পর্কে বর্ণনা করেন: "তারা বলবে, 'আমরা যদি শুনতাম কিংবা বুঝতাম, তাহলে জাহান্নামের অধিবাসী হতাম না।'" [সূরা মুলক, ৬৭:১০] তিনি আরও বলেন: "তারা কি জমনি ভ্রমণ করেন? করলে তাদের অন্তরগুলো এমন হত যা দ্বারা বুঝতে পারত; অথবা কানগুলো এমন হত যা দিয়ে তারা শুনতে পতে। কনেনা, চোখ তো (আসলে) অন্ধ হয় না, বরং বুকুরে ভিতরে অন্তরই (প্রকৃত) অন্ধ হয়ে থাকে।" [সূরা আল-হাজ্জ, ২২:৪৬]

চিন্তাভাবনা একটি ইবাদত; এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা সটো অবগত করে বলেন: "আসমান-জমনির সৃষ্টিতে এবং রাত-দিনের আবর্তনে অবশ্যই বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নদির্শন রয়েছে; যারা দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং আসমান ও জমনির সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে আর বলে, 'হে আমাদের প্রভু! আপনি এসব নরির্খক সৃষ্টি করেননি। আমরা আপনার মহিমা বর্ণনা করি। অতএব আপনি আমাদেরকে দোযখেরে আযাব থেকে রক্ষা করুন।'" [সূরা আল-ইমরান, ৩:১৯০-১৯১]

শাইখ সা'দী বলেন: আল্লাহ্ তাআলা সংবাদ দিয়েছেন যে, আসমানসমূহ ও জমনির সৃষ্টিতে এবং রাত-দিনের আবর্তনে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নদির্শন রয়েছে। এর মাধ্যমে তিনি বান্দাদেরকে উদ্বুদ্ধ করছেন— এগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা

করার প্রতি, এগুলোর নদির্শনাবলী প্রত্যক্ষ করার প্রতি এবং এগুলোর সৃষ্টি নিয়ে ভাবার প্রতি। আয়াতে "নদির্শন" শব্দকে অনরিদৃষ্টি রাখা হয়েছে। "অমুক বিষয়" এভাবে বলা হয়নি— নদির্শনাবলীর ব্যাপকতা ও সার্বকিতার দিকে ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্য থেকে। কনেনা এগুলোর মধ্যে এমন বস্মিয়কর কিছু নদির্শন আছে যা দর্শনার্থীকে অভভূত করে, চন্িতাশীলকে সন্তুষ্ট করে, সত্যবাদীদরে অন্তরকে কাছে টেনে আনে, আলোকতি ববিকেগুলকে ইলাহি বিষয়াবলীর প্রতি জাগিয়ে তোলো। আর এগুলোর মধ্যে যে নদির্শনাবলী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সেগুলোর খুঁটিনাটি পুরোপুরিভাবে জানা কোন মাখলুকের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

মোট কথা: এগুলোর মধ্যে সন্নিবিশেতি মহত্ব, বশীলতা, গমন ও গতির যো শৃংখলা রয়েছে: সবকিছু মহান স্রষ্টির মহত্ব, তাঁর রাজত্বরে বশীলত্ব ও ক্ষমতার প্রশস্ততার প্রমাণ বহন করে।

এগুলোর মধ্যে যো নপিণতা ও দৃঢ়তা রয়েছে, সৃষ্টিক্রমরে নতুনত্ব রয়েছে, কর্মরে সূক্ষ্মতা রয়েছে সেসব কিছু প্রমাণ করে— আল্লাহ্‌প্রজ্ঞাময়, তিনি প্রতিটি জনিসিকে সস্থানে রাখনে এবং তাঁর জ্ঞান বসিত্ত।

এগুলোর মধ্যে সৃষ্টিকুলরে জন্ম যো উপকার রয়েছে সেটি আল্লাহ্‌র রহমতরে বশীলতা, তাঁর অনুগ্রহরে ব্যাপকতা, তাঁর কল্যাণরে ব্যাপ্তি ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার আবশ্যকতা প্রমাণ করে।

এ সবকিছু প্রমাণ করে যো, বান্দার অন্তর তার স্রষ্টির সাথে ও বধিতার সাথে সম্পৃক্ত থাকা, তাঁর সন্তুষ্টির জন্ম আপ্রাণ চেষ্টা করা এবং তাঁর সাথে এমন কিছুকে শরীক না করা; যগুলো নজিরে জন্ম কথিবা অন্যরে জন্ম বন্দিমাত্র কিছু করার সক্ষমতা নাই। এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ্‌তাআলা বুদ্ধমিনদেরকে খাস বলছেন। যারা হচ্ছনে ববিকেওয়ালা। কনেনা এরাই এর দ্বারা উপকৃত, এরা ববিকেরে দ্রষ্টি, চোখ দিয়ে নয়।

এরপর আল্লাহ্‌ বুদ্ধমিনদেরে বশেষিট উল্লেখ করেনে যো, তারা দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে। এটি মুখরে যকিরি, অন্তররে যকিরি সব ধরণরে যকিরিকে অন্তর্ভুক্ত করে। এর মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়া ও অন্তর্ভুক্ত হবো; দাঁড়াতে না পারলে বসে পড়া, বসতে না পারলে শুয়ে পড়া। এবং তারা আসমানসমূহ ও জমনিরে সৃষ্টি নিয়ে চন্িতাভাবনা করে যাতো করে এর দ্বারা তারা এগুলোর উদ্দেশ্যরে পক্ষে প্রমাণ পশে করতো পারে।

এতো করে প্রমাণতি হয় যো— চন্িতাভাবনা করা এমন ইবাদত যা আল্লাহ্‌কে যারা চনে আল্লাহ্‌র এমন বন্ধুদরে গুণাবলী। যখন তারা এগুলো নিয়ে চন্িতা করে তখন তারা জানতো পারে যো, আল্লাহ্‌এগুলোকে নরির্থক সৃষ্টি করনেনি। তখন তারা বলে উঠে: "হো আমাদরে প্রভু, আপনি এটাকে অনর্থক সৃষ্টি করনেনি। যা কিছু আপনার মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয় আপনি সেসব থেকে পবতির। বরং আপনি এগুলোকে সৃষ্টি করছেনো সত্য সহকারে, সত্যরে জন্ম এবং সত্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। অতএব, আমাদরেকে আপনি জাহান্নামরে আগুন থেকে বাঁচান, গুনাহ থেকে বাঁচানোর মাধ্যমে। আমাদরেকে নকে আমলরে তাওফকি দনি যাতো করে আমরা আগুন থেকে নাজাত পাই।[তাফসরিে সা'দী (১৬১) থেকে সমাপ্ত]

হাদসিঃ এসছেঃ

আতা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি ও উবাইদ বনি উমাইর (রহঃ) আয়শো (রাঃ)-র কাছে গেলোম। তখন আয়শো (রাঃ) উবাইদ বনি উমাইর (রহঃ) কে বললেন: এই বুঝি তুমি আমাদেরকে দেখতে আসার সময় হল? সে বলল: আম্মাজান, পূর্ববর্তী কটে বলছেন: 'বরিত দিয়ি সাক্ষাত কর এতে ভালবাসা বাড়বে।' আতা বলেন: তখন তিনি বললেন: রাখ তমোদরে এসব কথা। উবাইদ বনি উমাইর (রহঃ) বললেন: আপনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনে সবচেয়ে বড় আশ্চর্যময় কী ঘটনা দেখেছেন, তা আমাদেরকে বলুন। তিনি ক্ಷণকাল নীরব থেকে বললেন, এক রাত্রে (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেন, আয়শো! আজ রাত্রে আমাকে আমার প্রতাপালকরে ইবাদতের জন্য ছড়ে দাও। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি আপনার নিকটে থাকতে পছন্দ করি এবং যা আপনাকে খুশি করে সেটোও পছন্দ করি। তখন তিনি উঠে পবিত্রতা অর্জন করলেন এবং নামায পড়তে শুরু করলেন। নামাযে তিনি কাঁদতে থাকলেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কোল ভজি গেল। তারপরও কাঁদতে থাকলেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দাঁড়ি ভজি গেল। এরপরও কাঁদতে থাকলেন। কাঁদতে কাঁদতে মাটি ভজি গেল! (ফজররে আগে) বলিল তাঁকে নামাযের খবর দিতে এলেন। সে যখন তাঁকে কাঁদতে দেখলেন, তখন বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কাঁদছেন কেন? আল্লাহ আপনার পূর্বাপর সমস্ত গনোহ মাফ করে দিয়েছেন! তিনি বললেন: আমি কি (আল্লাহর) শোকেরগুয়ার বান্দা হব না? আজ রাত্রে আমার উপর একটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। ধ্বংস তার জন্য, যে সেটি পড়ছে, কিন্তু তা নিয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা করেনি:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

"আসমান-জমনিরে সৃষ্টিতে এবং রাত-দিনের আবর্তনে অবশ্যই বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নদির্শন রয়েছে...; [সূরা আলে ইমরান, ৩:১৯০][সহিহ ইবনে হিব্বান (২/২৮৬), দেখুন: আস-সলিসলি আস-সাহহি (১/১৪৭)]

বড় চিন্তাবাদি ও সাহিত্যিক আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদরে এ বিষয়ে একটি বিই আছে শরিনোম হল: التفكير فريضة إسلامية (চিন্তাভাবনা ইসলামে ফরয)। বইটি পড়া যতে পারে।